শেখ হাসিনা-মনমোহন দ্বিপাক্ষিক বৈঠক মিসরে
টিপাইমুখ বাঁধ নিয়ে আলোচনা হতে পারে
আগামী সপ্তাহে বৈঠকের বিষয় চূড়ান্ত হচ্ছে

মুহাম্মদ আলম : মিসর সফলকালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ড. মনমোহন সিংয়ের টিপাইমুখ বাঁধ নিয়ে আলোচনা হতে পারে। ন্যাম সম্মেলন উপলক্ষে শীর্ষ এই দুই নেতার মিসরের পর্যটন শহর শারম ইল শেখে যাওয়ার কথা রয়েছে। আশা করা যাচ্ছে, ন্যাম সম্মেলনে যোগ দেয়ার পাশাপাশি দু'দেশের দুই প্রধানমন্ত্রী দ্বিপাক্ষিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করবেন। ভারত ও বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ইতিমধ্যে এ আলোচনার খসড়া কর্মসূচী তৈরি করেছে। আগামী সপ্তাহের মাঝামাঝি এ বৈঠকের বিষয়টি চূড়ান্ত হবে। বৈঠককালে বাংলাদেশের পক্ষে টিপাইমুখ বাঁধের বিষয়টি উত্থাপন করা হবে। পাশাপাশি ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে বাংলাদেশ সফরে আমন্ত্রণ জানানো হতে পারে। মিসরে শেখ হাসিনার সাথে ড. মনমোহন সিংয়ের সাক্ষাৎ বা বৈঠক হলে তা হবে উভয় নেতার মধ্যে দ্বিতীয় দফা বৈঠক। প্রধানমন্ত্রী হিসাবে এটি হবে শেখ হাসিনার প্রথম বৈঠক। আর ড. মহমোহনের দ্বিতীয় দফা নির্বাচিত হওয়ার পর প্রথম বৈঠক। এর আগে জাতীয় সংসদের বিরোধীদলীয় নেতা থাকা কালে শেখ হাসিনা ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী ড. মনমোহন সিংয়ের সাথে দিল্লীতে সৌজন্য সাক্ষাৎ হয়ে ছিল। জানা গেছে, চলতি মাসের ১৫ তারিখে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী ড. মনমোহন সিং, পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ইউসুফ রাজা গিলানীসহ ১১৮টি দেশের সরকার প্রধান ন্যাম সম্মেলনে যোগদান উপলক্ষে মিসর পৌঁছবেন। এর আগে ন্যাম সম্মেলনে যোগ দেবেন সদস্যভুক্ত দেশগুলোর পররাষ্ট্রমন্ত্রীগণ। ১১ জুলাই থেকে পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের বৈঠক শুরু হওয়ার কথা রয়েছে। রাষ্ট্র বা সরকার প্রধানদের উপস্থিতিতে মূল সম্মেলন শুরু হবে দু'দিনব্যাপী ১৫ ও ১৬ জুলাই। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মিসরে অনুষ্ঠেয় ন্যাম সম্মেলনে যোগ দিতে ১৪ জুলাই সকালে বাংলাদেশ বিমানে ঢাকা ত্যাগ করবেন। জানা গেছে, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শারম ইল শেখে ১৪, ১৫ ও ১৬ জুলাই অবস্থান করবেন। এ সময়ের মধ্যেই ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে তার বৈঠকের সম্ভাবনা রয়েছে। এ প্রসঙ্গে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বশীল একটি সূত্র জানায়, মিসর সফরকালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীসহ অন্যান্য কয়েকটি দেশের সরকার প্রধানের সাথে বৈঠক হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তিনি জানান, বাংলাদেশের নেতার ভারত ও পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর সাথে বৈঠক হওয়ার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশী। সূত্রটি আরো জানায়, প্রতিবেশী দেশের সরকার প্রধানরা আন্তর্জাতিক কোন সম্মেলনে এক সাথে যোগ দিলে তাদের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বিষয়াদি নিয়ে বৈঠক হওয়া খুবই স্বাভাবিক নিয়ম। অতএব মিসরেও সে নিয়মের ব্যতিক্রম হবে না।

ভারতের প্রধানমন্ত্রীর সাথে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ইউসুফ রাজা গিলানীরও দ্বিপাক্ষিক বিষয় নিয়ে বৈঠক হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ভারতীয় মিডিয়া ইতিমধ্যে এমন ইংগিত দিয়ে খবর প্রকাশ করেছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, মিসরে বৈঠককালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে টিপাইমুখ বাঁধ নিয়ে আলোচনার পাশাপাশি দ্বিপাক্ষিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করবেন। তবে বাংলাদেশের পক্ষে প্রধানমন্ত্রী টিপাইমুখ বাঁধ ইস্যুকে সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব দেবেন। কারণ বাংলাদেশের রাজনীতিতে টিপাইমুখ বড় ধরনের ইস্যু হয়ে উঠছে। জাতীয় সংসদে বাজেটের ওপর আলোচনা করতে গিয়েও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ বিষয়ে কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন, গঙ্গার পানি সমস্যার মতো টিপাইমুখ বাঁধ সমস্যাও ভারতের সাথে আলোচনা করে সমাধান করতে পারব। দ্বিতীয় দফায় শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ তথা মহাজোট ক্ষমতাসীন হওয়ার পর বিরোধী দল টিপাইমুখ বাঁধ নিয়ে সোচ্চার হয়ে উঠেছে। দেশের রাজনীতিতে এ বাঁধ একটি বড় ইস্যু হয়ে উঠেছে। প্রতিদিন রাজনৈতিক নেতারা বিষয়টি নিয়ে বক্তৃতা বিবৃতি দিচ্ছেন। সম্প্রতি টিপাইমুখ নিয়ে সরকারের মুখপাত্র ও স্থানীয় সরকারমন্ত্রী আশরাফুল ইসলাম ও পররাষ্ট্র মন্ত্রী ডা. দীপু মনিও একে অপরের বিরুদ্ধে বক্তব্য দিয়েছেন। পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডা. দীপু মনি বলেছেন, টিপাইমুখ বাঁধ দিয়ে বাংলাদেশী বিশেষজ্ঞদের নিয়ে ঢাকায় নিযুক্ত ভারতীয় রাষ্ট্রদূত পিনাক রঞ্জন চক্রবর্তী যে বক্তব্য দিয়েছেন, তা কূটনীতি শিষ্টাচারের পরিপন্থী ছিল। পিনাক রঞ্জন চক্রবর্তী ঢাকায় অনুষ্ঠিত একটি আলোচনায় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডা. দীপু মনির উপস্থিতিতে বাংলাদেশের পানি বিশেষজ্ঞদের তথাকথিত বলে অভিহিত করেছিলেন। অপরদিকে স্থানীয় সরকারমন্ত্রী সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম বলেছেন, ভারতীয় হাইকমিশনার শিষ্টাচার লংঘন করেননি। দুই মন্ত্রীর

ভিন্ন ভিন্ন বক্তব্যে আওয়ামী লীগ হাইকমান্ড খুবই বিব্রত। আজ দলের প্রেসিডিয়াম বৈঠকে এ বিষয়ে আলোচনা হতে পারে। সন্ধ্যা ছয়টা আওয়ামী লীগের ধানমন্ডি কার্যালয়ে প্রেসিডিয়াম বৈঠক হওয়ার কথা রয়েছে।

টিপাইমুখ নিয়ে কেন এত বিতর্ক

ভারতের মনিপুর রাজ্যের চোরাচাঁদপুর জেলায় আন্তর্জাতিক নদী বরাক ও টুইভাইয়ের সঙ্গমস্থলে টিপাইমুখ নামক স্থানে বাঁধ নির্মাণের জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে আসছে ভারত সরকার। ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় পানি কমিশন ১৯৮৪ সালে প্রথমবারের মতো টিপাইমুখ বাঁধ নির্মাণের প্রস্তাব করে। পরবর্তীতে ১৯৯১ ও ১৯৯৪ সালে ভারত সরকার বাঁধ নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করলে মনিপুর রাজ্যের কয়েকটি গ্রাম পানিতে তলিয়ে যাওয়ার আশংকা দেখা দেয়ায় সে দেশের মানুষের প্রবল প্রতিবাদ, বিক্ষোভ এবং বাংলাদেশের মানুষের বিরোধিতার মুখে প্রকল্পটি বাতিল হয়ে যায়। পরবর্তীতে ১৯৯৭ সালে ভারত সরকার পুনরায় টিপাইমুখে বাঁধ নির্মাণ প্রকল্প গ্রহণ করে। ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী আইকে গুজরাল প্রকল্পটি অনুমোদন করেন এবং ২০০৪ সালের ২৩ নভেম্বর ভারতের প্রধানমন্ত্রী ড. মনমোহন সিং টিপাইমুখে বাঁধ নির্মাণের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করার কথা ছিল। সর্বশেষ টিপাইমুখ বাঁধ নির্মাণের জন্য ভারতের পরিবেশ মন্ত্রণালয় ২০০৮ সালের ২৪ অক্টোবর পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান করে এবং একই বছর নভেম্বর মাসে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ড. মনমোহন সিং টিপাইমুখ বাঁধ নির্মাণ প্রকল্প অনুমোদন করেন।

একজন পরিবেশ বিশেষজ্ঞ জানান, বাংলাদেশের আরেক ফারাক্কার নাম টিপাইমুখ বাঁধ। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সব বাদ-প্রতিবাদ উপেক্ষা করে ভারতের মনিপুর রাজ্যের চোরাচাঁদপুর জেলায় আন্তর্জাতিক নদী বরাক ও টুইভাইয়ের সঙ্গমস্থলে নির্মিত হচ্ছে টিপাইমুখ জলাধার। এটি মনিপুর মিজোরাম সীমান্তের কাছে অবস্থিত। পানিবিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য জলাধারটি তৈরী করা হবে। এটি নির্মাণের দায়িত্বে আছে নর্থ ইস্টার্ন ইলেকট্রিক পাওয়ার করপোরেশন লিমিটেড (নিপকো)। এটি উত্তর-পূর্ব ভারতে প্রস্তাবিত সবচেয়ে বড় পানিবিদ্যুৎ প্রকল্প। টিপাইমুখ পানিবিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ বহুমুখী প্রকল্পের আওতায় প্রতিটি ২৫০ মেগাওয়াট ক্ষমতার ৬টি ইউনিট অর্থাৎ ১৫০০ মেগাওয়াট ক্ষমতার এ পানিবিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের জন্য বাঁধ, স্পিলওয়ে টানেল, বিদ্যুৎ টানেল, পানিকপাট নির্মাণ করা হবে। বিদ্যুৎ কেন্দ্রে পানি আনার জন্য ১ কিলোমিটার দীর্ঘ ও ৭ মিটার ব্যাসের যে টানেল নির্মাণ করা হচ্ছে তা দিয়ে ৭ হাজার কিউবিক মিটার পানি সরবরাহ করা হবে। ভাটি বাংলার সুরমা, কুশিয়ারা ও মেঘনার উৎসমুখ হচ্ছে ভারতের বরাক নদী। এই নদীর টিপাইমুখ নামক যে স্থানে বাঁধ নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে তা বাংলাদেশের জকিগঞ্জ উপজেলার অমলসীদ সীমান্ত হতে মাত্র ১০০ কি.মি দূরে অবস্থিত। সমুদ্রপৃষ্ঠ হতে প্রায় ১০৮ মিটার উঁচু বাঁধটির দৈর্ঘ্য ৩৯০ মিটার, প্রস্থ ১৬২.৮ মিটার এবং মোট উচ্চতা ১৬৩ মিটার। পাথরের তৈরী এই বাঁধের মাধ্যমে পানি জমা থাকবে প্রায় ১৬ বিলিয়ন কিউবিক মিটার। এ প্রকল্পের ব্যয় ধরা হয়েছে ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ৫ হাজার ১৬৩ দশমিক ৮৬ কোটি রুপি। ৬টি ধাপে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হবে এবং ২০১২ সালের মধ্যে ভারত এই বাঁধ নির্মাণ সম্পন্ন করার সময় নির্ধারণ করেছে। টিপাইমুখ বাঁধের প্রভাবে বাংলাদেশের আটটি জেলা প্রত্যক্ষ ক্ষতির সম্মুখীন হবে। টিপাইমুখ বাঁধের মাধ্যমে বাংলাদেশের সুরমা ও কুশিয়ারা নদী এবং এই দুই নদীর মিলিত স্রোতধারা মেঘনা নদীর পানি নিয়ন্ত্রণ করবে ভারত। ফলে এ তিন নদীর অববাহিকায় অবস্থিত অন্তত আটটি জেলা সিলেট, সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, কিশোরগঞ্জ, নেত্রকোনা ও নারায়ণগঞ্জ প্রত্যক্ষ ক্ষতির সম্মুখীন হবে। এসব এলাকাতে অর্থনৈতিক ও প্রাকৃতিক বিপর্যয় দেখা দেবে। কৃষি উৎপাদন হ্রাস পাবে এবং শীতকালে সুরমা, কুশিয়ারা ও মেঘনা নদীর পার্শ্ববর্তী এলাকা মরুভূমিতে পরিণত হবে। তাছাড়া, টিপাইমুখ বাঁধ নির্মিত হলে বৃহত্তর সিলেট অঞ্চলের ২৭৫ দশমিক ৫ বর্গকিলোমিটার এলাকা পানিশূন্য হওয়ার আশংকা রয়েছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, টিপাইমুখ বাঁধ এলাকাটি ভূ-তাত্ত্বিকভাবে একটি অস্থিতিশীল এলাকা। টিপাইমুখ বাঁধের স্থানটিকে 'ফল্টলাইন' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে এবং তাদের অভিমত অনুসারে, এ ধরনের ফল্টলাইন সম্ভাব্য ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থল হতে পারে।